প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

উপস্থাপক : অভিজিৎ শীট
শালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক বিস্তৃতি হল ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীস্টাপূর্বাব্দ পর্যন্ত।এই যুগের ভারতীয় আর্যভাষার মূল নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ-এ।

বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্যভাষাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অবিমিশ্র অবিকৃত নিদর্শন।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :
ক)ঋ,ৠ, ঌ,এ,ঐ প্রভৃতি স্বরধ্বনি এবং শ্,ষ্,স্ প্রভৃতি ব্যঞ্জন ধ্বনি বেদের পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয়েছে বা লোপ পেয়েছে, কিন্তু বৈদিক ভাষায় ঋ,ৠ,ঌ,এ,ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ্,ষ্,স্ সহ সমস্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিই প্রচলিত ছিল।

খ) সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব সেখানে সন্ধি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল ।

২)রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :
ক) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন(একবচন,দ্বিবচন,বহুবচন) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রচলিত ছিল।

খ) শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপে বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় অনেক বেশী ছিল।দুইবাচ্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য ক্রিয়ার রূপ হত পৃথক পৃথক।

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য :

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারকের ও ক্রিয়ার বিভিন্নরূপের বিভক্তিচিহ্ন সুনির্দিষ্ট ছিল বলে বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানে বসুক কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতি সহজেই চিনে নেওয়া যেত।

Thank you